চতুর্থ অধ্যায়

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে উত্তরবঙ্গের ধিমাল ও বাঙালি

ইংরেজি 'folk belief' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'লোকবিশ্বাস'। এই লোকবিশ্বাস হল লোকসমাজের বিশেষ মানসিক অবস্থা, যার সঙ্গে শুভ অথবা অশুভ বোধ জড়িত থাকে। এবং বিচারবুদ্ধি ছাড়াই মানুষ সেগুলিকে মনে স্থান দেয়। অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকবিশ্বাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> ''সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হল লোকবিশ্বাস।''[১]

লোকবিশ্বাসে ব্যক্তি বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। তবে ব্যক্তি বিশ্বাস যখন তার ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে গোষ্ঠীর বিশ্বাসে পরিণত হয় তখন তা লোকবিশ্বাস হয়ে ওঠে। লোকবিশ্বাসের উৎপত্তি ঠিক কবে থেকে তা নিয়ে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে লোকবিশ্বাসের উৎপত্তি যে আদিম সমাজে সে বিষয়ে প্রায় সকল পণ্ডিতগণই একমত পোষণ করেন।

মানুষ আদিম অবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে যখন ঘুরে বেড়াত তখন প্রকৃতির নানা নৈসর্গিক (ঝড়, বৃষ্টি, রোদ, বন্যা, ভূমিকম্প) ও অনৈসর্গিক ঘটনাকে তারা ভয়ের চোখে দেখত। কারণ সেগুলির প্রকৃত কারণ তাদের অজানা ছিল। প্রকৃতির মধ্যে নানা শক্তি (মান্যা) আছে বলে তাদের ধারণা হয়। একদিকে ভীতিকে জয় অন্যদিকে প্রাকৃতিক নানা শক্তিকে কীভাবে বশে আনা যায়— তা থেকেই মানুষের মধ্যে নানা চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে যায়। আবার নানা বিশ্বাসও দানা বাঁধতে থাকে মানুষের মনে। এরপর সমাজ বিবর্তনের পথে শিকার থেকে পশুপালন-কৃষি প্রভৃতির মধ্যে যেখানেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সেখান থেকেই কিছু কিছু বিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে। অধ্যাপক বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকবিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ককে অস্বীকার করলেও ঐতিহ্যের সঙ্গে যে লোকবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার বর্তমান কালেও নতুন নতুন লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়ে চলেছে। আবার বিলীনও হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও উত্তরবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরা বিশ্বাস করত যে মায়ের যে কয়টি পুত্রসন্তান আছে সেই মাকে সমসংখ্যক মোম রাস্তার মোড়ে জ্বেলে দিতে হবে এবং সে কয়েকটি কাঁচাটাকা প্রতিবেশি যার পুত্র-সন্তান আছে এমন মায়ের হাতে দিতে হবে— নইলে বিশ্বাস তার সন্তান মারা যাবে।

তবে বর্তমানে সে বিশ্বাসের বিলুপ্তি ঘটেছে। লোকবিশ্বাস কাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত তা নিয়ে আজও পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের সীমা নেই। কেউ বলেন লোকবিশ্বাস নিরক্ষর জনগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত। আবার কেউ বলেন লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে নিরক্ষর আর শিক্ষিত কোন পার্থক্য করা চলে না। অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম লোকবিশ্বাসের অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন—

> "যে সমাজে মানুষের মানসিক চেতনার বিকাশ এখনো নিম্নস্তরে বিদ্যমান, তার যুক্তিগ্রাহ্য বিবেচনা-শক্তি ক্ষীণ এবং সীমিত, সেই সমাজে লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যায়।"[২]

তবে মযহারুল ইসলামের যুক্তিকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। কারণ লোকবিশ্বাসের বিস্তার ও প্রসার তাহলে সমাজ বিবর্তনের পথে লুপ্ত হয়ে যেত। কিন্তু দেখা যায় সমাজ বিকাশের ধারায় মানুষ যত অগ্রসর হয়েছে তেমনি বিশ্বাসের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর দু'জন ছাত্রী গোপা সরকার ও মোনালী ভট্টাচার্যের দেওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে শিক্ষিত নাগরিকদের মধ্যে সংস্কার ও লোকবিশ্বাসের আনুপাতিক ব্যাপ্তি স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত নগরবাসীদের চেয়ে বেশিই।

আসলে যেখানেই অনিশ্চয়তা সেখানেই মানুষ নানা বিশ্বাসের উপর ভর করে আস্থা পেতে চেয়েছে। তাই জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে।

প্রত্যেক জাতি-জনজাতির মধ্যেই কিছু বিশ্বাস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। আবার বিবর্তনের ধারার স্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদা কিছু বিশ্বাস অর্জন করে চলেছে। ফলে জাতি-জনজাতি এমনকি সম্প্রদায়গতভাবে যেমন কিছু আলাদা আলাদা বিশ্বাস বর্তমান। তেমনি আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদেও লোকবিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। আর বিশ্বাস যখন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, তখন তা সংস্কার হয়ে ওঠে। উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও সংস্কারগুলিকে নীচে আলোচনা করা হল—

ধিমাল সমাজে জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ

সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিশ্বাসসমূহই হল জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস। এই বিশ্বাস সন্তান জন্মের আগেই তার মানসিক ও শারীরিক সুস্থ থাকার চিন্তাভাবনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তাছাড়া প্রসূতিকে কেন্দ্র করেও নানা বিশ্বাস ও সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। ধিমাল

মহিলাদের মধ্যে গর্ভকালীন অবস্থায় বিশেষ বিশেষ খাদ্যকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার গড়ে উঠেছে। যেমন ধিমাল মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় জোড়া কলা খায় না। তাদের বিশ্বাস জোড়া কলা খেলে যমজ বাচ্চা হয়। কলা উর্বরা শক্তির প্রতীক। কলার সঙ্গে মানুষের উৎপাদন ভাবনার একটি সম্পর্ক রয়েছে। একদিকে কলার আকৃতি পুরুষাঙ্গের মতো আর অপরদিকে কলা অধিক ফলনশীল। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ফল খেয়ে গর্ভধারণের মোটিফ তো বিভিন্ন দেশের লোককথাতেই পাওয়া যায়। ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে যে কোন গর্ভবতী মহিলার যদি কোন খাবারের প্রতি বিশেষ লোভ থাকে তা পূর্ণ না হলে সন্তানের মুখ দিয়ে লালা ঝড়ে।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা ডাবের জল খায় না। তাদের বিশ্বাস ডাবের জল খেলে সন্তানের চোখ ডাবের জলের মতোই সাদা ঘোলাটে হয়ে যাবে। এখানে ধিমালদের সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাসের ভাবনাই কাজ করেছে। চ্যাংমাছ ও ল্যাটা মাছ খায় না। খেলে সন্তানের মাথা চ্যাং কিংবা ল্যাটা মাছের মতো মোটা হবে— এতে ধিমালদের সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

চিংড়ি ও 'ট্যাপা' মাছ খায় না বিশ্বাস চিংড়ি মাছ খেলে তাদের মাথার চুল চিংড়ির মতো সরু হয়ে যাবে। আবার 'ট্যাপা' এই মাছটির বৈশিষ্ট্য হল অলস তাই এই মাছও ধিমাল গর্ভবতীরা খায় না। তাদের বিশ্বাস এই মাছ খেলে সন্তানও অলস প্রকৃতির হবে। একই বিশ্বাস রয়েছে গর্ভকালীন অবস্থায় কচ্ছপের মাংস না খাওয়ার পেছনে।

গর্ভকালীন অবস্থায় চা, 'গোরা' (ঘরে তৈরি মদ) পান করে না। তাদের বিশ্বাস গর্ভকালীন অবস্থায় এগুলি পান করলে সন্তানের ক্ষতি হয়। গর্ভকালীন অবস্থায় বেশি ঝাল খায় না— এতে ধিমাল গর্ভবতী মহিলাদের বিশ্বাস বেশি ঝাল খেলে সন্তান রাগী হবে। এখানে সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। গর্ভকালীন অবস্থায় বেশি টক ও তেতো খায় না। ধিমালদের বিশ্বাস খেলে তাদের সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবে। এখানে সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে আছে।

গাছের প্রথম চালকুমড়ো ধিমাল গর্ভবতীরা খায় না— খেলে সন্তানের ক্ষতি হয় বলে তাদের বিশ্বাস। কারণ চালকুমড়ো দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় বলে সেটা তারা খেলে দেবতা গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি ক্রুদ্ধ হন।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা মাঠের থেকে ফিরিয়ে আনা ভাত খায় না। তাদের বিশ্বাস মাঠের থেকে ফিরিয়ে আনা ভাত খেলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা মিষ্টিকুমড়ো খায় না। তাদের বিশ্বাস মিষ্টিকুমড়ো খেলে সন্তান অলস প্রকৃতির হবে।

গর্ভকালীন অবস্থায় বাঁশ কাটে না। তাদের বিশ্বাস বাঁশ কাটলে অশুভ আত্মার দ্বারা সন্তানের ক্ষতি হয়।

ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা দুপুর কিংবা সন্ধ্যার সময় বাড়ি থেকে বের হয় না। তাদের বিশ্বাস এই সময় অশুভ আত্মা বা অপদেবতা ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ তাদের সামনে পড়লে সন্তানের ক্ষতি হয়। এমনকী গর্ভবতীরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা বস্তা, পাথর কিংবা ছামের উপর বসে না। তাদের বিশ্বাস বসলে সন্তানের পেট বস্তা অথবা ছামের মতো বড় হয়ে যাবে। এখানে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

গর্ভকালীন অবস্থায় তাদের শরীর লোহার স্পর্শে থাকলে কোন অশুভ শক্তি ক্ষতি করতে পারে না বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে। একই ধরনের বিশ্বাস রয়েছে তুলসীপাতা ও দেশলাই কাঠি সম্পর্কে।

ধিমাল মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় শ্মশানের পাশ দিয়ে যাওয়াকে অশুভ মনে করে। তাদের বিশ্বাস শ্মশানের পাশ দিয়ে গেলে অশুভ আত্মার দ্বারা তার সন্তানের ক্ষতি হবে।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা গরু-ছাগলের দড়ি ডিঙিয়ে পার হয় না। তাদের বিশ্বাস গরু ছাগলের দড়ি ডিঙিয়ে পার হলে গর্ভস্থ সন্তানের নাড়ি কাটা পড়ে।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা সন্ধ্যার পর চুল খুলে রাখে না। বিশ্বাস সন্ধ্যার পর চুল খুলে রাখলে অশুভ শক্তির দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতীর কাপড় সন্ধ্যার পর বাইরে রাখে না— তাদের বিশ্বাস বাইরে কাপড় রাখলে সেই কাপড়ের সাহায্যে কেউ তুক-তাক বা মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ করে গর্ভবতীর ক্ষতি করতে পারে। এখানে সংস্পর্শমূলক যাদু বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা নদী-নালা পার হয় না— বিশ্বাস নদী-নালা পার হলে অশুভ শক্তির দ্বারা তার সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা রাতে একা বাইরে বের হয় না— তাদের বিশ্বাস বের হলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে অশুভ শক্তির নজরে পড়ে।

ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে গর্ভকালীন অবস্থায় মৃতদেহ দেখা শুভ।

ধিমাল সমাজে গর্ভকালীন অবস্থায় কোন মহিলা আর চুলে ফুল গুঁজে না। তাদের বিশ্বাস চুলে ফুল গুঁজে রাখলে সন্তানের ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে এখানে।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা বারান্দায় শোয় না— তাদের বিশ্বাস এতে তাদের সন্তানের ক্ষতি হয়।

গ্রহণের সময় ধিমাল সমাজের গর্ভবতী মহিলারা কোথাও দাগ কাটে না— তাদের বিশ্বাস এই সময় দাগ কাটলে সন্তানের শরীরে কাটা দাগ পড়ে। এটি অনুকৃতিমূলক যাদুবিশ্বাস।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা ঝাড়ু বাঁধে না। তাদের বিশ্বাস ঝাড়ু বাঁধলে সন্তানের নাড়ি জড়িয়ে যায়।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা আগুনে জল ঢালে না। তাদের বিশ্বাস আগুনে জল ঢাললে তাদের বুকের দুধ শুকিয়ে যাবে।

ধিমাল সমাজে গর্ভকালীন অবস্থায় মহিলারা ভিক্ষা দেয় না। এতে তাদের বিশ্বাস গর্ভস্থ সন্তানের অমঙ্গল হয়।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা যদি কুকুরের সঙ্গম দেখেন তবে সেটাকে তারা অশুভ মনে করেন।

গর্ভকালীন অবস্থায় ধিমাল মহিলারা যদি পাখিদের মিলন দেখেন তবে সেটা শুভ বলে বিশ্বাস করেন।

কোন বাড়িতে গর্ভবতী মহিলা থাকলে সেই বাড়িতে কোন লোক এসে যদি না বসে চলে যায় তবে সেটাকে তারা অশুভ মনে করেন। তাদের ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা কচ্ছপ দেখাকে অশুভ মনে করে। ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা দিনের বেলা যদি শিয়াল দেখে তবে তাদের বিশ্বাস হয় তার গর্ভস্থ সন্তানটিও চালাক হবে। এখানে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা হাতি দেখাকে শুভ মনে করে। তাদের বিশ্বাস হাতি দেখলে তাদের গর্ভস্থ সন্তানও স্বাস্থ্যবান হবে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা যদি সাপ দেখে তবে সেটাকে তারা অশুভ মনে করে। তাদের বিশ্বাস সাপ দেখলে তার সন্তানেরও জিভ বার করা থাকবে সব সময়।

গর্ভাবস্থায় ধিমাল মহিলারা ঝগড়া করে না। তাদের বিশ্বাস ঝগড়া করলে তাদের গর্ভস্থ সন্তানও বড় হয়ে ঝগড়াটে হবে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা কালো বিড়াল দেখাকে অশুভ মনে করে। তাদের বিশ্বাস কালো বিড়াল দেখলে সন্তানের গায়ে রঙ কালচে হয়।

ধিমাল মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় অন্য কোন ঋতুবতী অশৌচ মহিলাকে স্পর্শ করে না। তাদের বিশ্বাস স্পর্শ করলে তার সন্তানের অমঙ্গল হবে।

ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে যে কোন গর্ভবতী মহিলা যদি তার স্তন চুলকায় তাহলে তার সন্তানের অসুখ হয়।

ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে কোন গর্ভবতী মহিলা যদি নৌকা পার হয় তবে তার মৃত সন্তান হয়।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা রাতে ঘর থেকে একা বের হয় না। তাদের বিশ্বাস একা ঘর থেকে বের হলে অপদেবতার প্রভাবে সন্তানের ক্ষতি হয়।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা কোন ফলন্ত গাছ কাটে না। আবার কোন বীজও জমিতে পুঁতে না। ফলন্ত গাছ কাটে না। কাটলে তাদের বিশ্বাস তার গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হবে। আর বীজ না লাগানোর পেছনে তাদের বিশ্বাস রয়েছে যতদিন সেই পোঁতা বীজ ফল না দেবে ততদিন পর্যন্ত তার সন্তানও প্রসব হবে না। এখানে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে ধিমালদের মধ্যে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা খালি কলসি দেখাকে অশুভ মনে করে। কারণ ভরা কলসি হল সন্তান ধারণের প্রতীক। সেখানে খালি কলসি গর্ভশূন্যতাকেই মনে করিয়ে দেয়, তাই তারা খালি কলসি দেখাকে অশুভ বলে বিশ্বাস করে।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা গ্রহণ কালে কিছু কাটে না— তাদের বিশ্বাস এই সময় কিছু কাটলে সন্তানের শরীরের অঙ্গহানি হয় অথবা কোন কাটা দাগ পড়ে সন্তানের শরীরে। এখানে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

ধিমাল মহিলারা প্রসব বেদনা উঠলে বেশি লোককে জানায় না। তাদের বিশ্বাস প্রসব যন্ত্রণার কথা যত বেশি লোক জানতে পারবে প্রসব যন্ত্রণাও তত বেশি বেড়ে যাবে।

প্রসবের পর শিশুর নাভি যদি বস্তায় কিংবা কোন পাত্রে ঢুকিয়ে রাস্তার চৌমাথায় রেখে দেয় আর এটা দেখে যদি কোন লোক গালাগাল করে তাহলে শিশুর কল্যাণ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

ভূমিকম্পের সময় ধিমাল গর্ভবতী মহিলারা শুয়ে থাকে না তাদের বিশ্বাস শুয়ে থাকলে গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায়।

ধিমাল সমাজে গর্ভবতী মহিলারা বন্ধ্যানারী ও আটকুঁড়ে পুরুষ দেখাকে অশুভ মনে করে।

এখানে বন্ধ্যানারী ও আটকুঁড়ে পুরুষ দু'জনেই সন্তান উৎপাদনে অক্ষম। তাই তাদের দর্শনে তার ব্যক্তিগত ও গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে বলে বিশ্বাস করে।

ধিমাল সমাজের গর্ভবতীরা যে ঘরে সন্তান প্রসব করে তার দরজার সামনে একটি কুলগাছের ডাল ও লোহার নিড়ানি রেখে দেয় এবং বিশ্বাস করে আর কোন অশুভ শক্তি তাকে ও তার সন্তানকে ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে আসলে কুলগাছের ডাল ও লোহার প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাস স্বীকৃত হয়েছে।

ধিমাল গর্ভবতী মহিলাকে সন্তান প্রসবের পরেই কিছু চাল ভাজা ও ডাল ভাজা খাওয়ানো হয় এতে তাদের বিশ্বাস শারীরিক শক্তি এবং প্রসূতির বুকের দুধ বৃদ্ধি পাবে। এবং সদ্যপ্রসূতিকে কিছু ধান কুটতে দেওয়া হয় এতে তাদের বিশ্বাস প্রসূতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে।

শিশুর নামকরণের ব্যাপারেও ধিমালদের মধ্যে নানা বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। ধিমালরা সাধারণত কোন ঘটনা ও দিনক্ষণ দেখে নামকরণ করেন। তাদের বিশ্বাস যে ঘটনা ও বিষয়কে কেন্দ্র করে ধিমালরা নামকরণ করেন তার প্রভাব ওই শিশুটির উপর পড়বে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে রকম হবে।

সন্তান জন্মের পরে ছয় দিনের দিন যখন নাপিত শিশুর মাথা নেড়া করার জন্য আসে তখন তাকে বসতে দেওয়া হয় পাটের উপর। এতে ধিমালদের বিশ্বাস তাহলে পাটের মতোই সন্তানের চুল বড়ো হবে। সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস এখানে জড়িয়ে রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যে যেমন অজস্র লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও জন্ম-বিবাহ, মৃত্যু এবং অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অজস্র লোকবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। যেগুলি নীচে আলোচনা করা হল :

বাঙালি সমাজে জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। গর্ভবতী যেহেতু আগন্তুক সন্তানের মা তাই এই সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে গর্ভবতীর সম্পর্ক জড়িয়ে আছে। যেমন -

গর্ভবতীরা কচ্ছপের মাংস খায় না। এতে তাদের বিশ্বাস কচ্ছপের মাংস খেলে সন্তান কচ্ছপের মতোই অলস ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হবে। এখানে সাদৃশ্যমূলক যাদু বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

চ্যাং বা ল্যাটা মাছ খায় না। এতে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস চ্যাং বা ল্যাটা মাছ খেলে সন্তানের মাথা মোটা হয়ে যায়।

ডাবের জল খায় না। তাদের বিশ্বাস ডাবের জল খেলে সন্তানের চোখ সাদা হয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা অশৌচ বাড়ি যায় না তাদের বিশ্বাস গেলে সন্তানের ক্ষতি হয়।

উত্তরবঙ্গের গর্ভবতী মহিলারা ছাগলের দড়ি ডিঙিয়ে কোথাও যায় না। এতে তাদের বিশ্বাস সন্তানের নাড়ি কাটা পড়ে।

উত্তরবঙ্গের গর্ভবতী মহিলারা ভরা কলসী দেখাকে শুভ মনে করে।

উত্তরবঙ্গের গর্ভবতী মহিলারা সূর্য গ্রহণের সময় ঝাড়ু দেয় না কিংবা কোন কিছু কাটে না। তাদের বিশ্বাস ঝাড়ু দিলে কিংবা কোথাও কিছু কাটলে গর্ভস্থ সন্তানের গায়েও কাটা দানা পড়ে বিশেষ করে ঠোঁট কিংবা নাক কাটা হয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা নদী পাড় হয় না তাদের বিশ্বাস নদী পাড় হলে সন্তানের অশুভ আত্মার দ্বারা ক্ষতি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা গর্ভকালীন অবস্থায় জোড়া ফল খায় না। তাদের বিশ্বাস জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হবে।

গর্ভকালীন অবস্থায় বাঙালি সমাজের মহিলারা বিশেষ করে শনি ও মঙ্গল বারে বাড়ি থেকে বের হয় না। তাদের বিশ্বাস এই দুটি দিন অপদেবতারা ঘুরে বেড়ায় তাই সন্তানের ক্ষতি হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা এলো চুলে থাকলে অশুভ শক্তি ভর করে বলে তাদের বিশ্বাস।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি মহিলারা ভাতের ঢাকনায় খায় না। তাদের বিশ্বাস খেলে সন্তানের পেট বড় হয়।

গর্ভবতী মহিলারা কোন বীজ বা শষ্য দানা জমিতে পোঁতে না। তাদের বিশ্বাস পোঁতা বীজ যতদিন ফল না হবে ততদিন সন্তানও প্রসব হবে না।

গর্ভবতী মহিলাদের বুকে চুলকালে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে তার সন্তানের অসুখ হবে জন্মের পরে।

গর্ভবতী মহিলাদের চোখের কোনে চুলকালে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে যে ভাবী সন্তানের চোখ ট্যারা হবে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি গর্ভবতী মহিলারা মাঠের থেকে ফিরিয়ে আনা ভাত খায় না। এতে তাদের বিশ্বাস সন্তানের ক্ষতি অথবা অমঙ্গল হয়।

গর্ভবতী মহিলারা চাল ধোয়া জল ও মাছ ধোয়া জল একসঙ্গে রাখে না। রাখলে সন্তানের শরীর দিয়ে গন্ধ হয় বলে বিশ্বাস করে।

উঁচু কপালী নারী প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

গর্ভকালীন অবস্থায় উত্তরবঙ্গের মহিলারা মরা নিয়ে যাওয়া দেখলে শুভ হয় বলে বিশ্বাস করে।

বাঙালি গর্ভকালীন অবস্থায় সুদখোর ব্যক্তি দেখলে ভাবী সন্তান ও সুদখোরের প্রকৃতি হবে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস আছে।

গর্ভকালীন অবস্থায় উত্তরবঙ্গে বাঙালিরা বেলগাছ, শেওড়া গাছের তলায় যায় না। তাদের বিশ্বাস শ্যাওড়া বেল এই সমস্ত গাছে ভূত-প্রেত থাকে তারা গর্ভবতীর সন্তানকে কোন ক্ষতি করতে পারে।

গর্ভবতীর পেট যদি বড় দেখায় তবে কন্যা সন্তান আর পেট ছোট হলে পুত্র সন্তান হবে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

জন্মের পর শিশুর কান ফুটো করে দেয় উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা। এতে তাঁদের বিশ্বাস খুতযুক্ত শিশুকে প্রেতাত্মা স্পর্শ করেনা।

নবজাতক যদি পুত্র সন্তান হয় তবে তার কোমড়ে মাছ ধরা জালের কাটি বেঁধে দেয়। ফলে তাদের বিশ্বাস এতে ভূতের দৃষ্টি পড়ে না।

শিশুর জন্মের পর তার নাম পঁচা, গুয়ে ইত্যাদি রাখার পেছনে বাঙালিদের বিশ্বাস এর ফলে আর যমরাজ তার সন্তানকে স্পর্শ করবে না অর্থাৎ মরবে না।

পরপর অনেকগুলি কন্যা সন্তান জন্মালে বাঙালিরা তার নাম দেন আন্নাকালী - ইতি, চাইনা প্রভৃতি। এতে তাঁদের বিশ্বাস আর কন্যাসন্তান হবে না।

শিশুর জন্মগ্রহণের ছয়দিন পর আঁতুড় ঘরে শিশুর মাথার কাছে খাতা, কলম, প্রদীপ রেখে দেওয়ার পেছনে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস এইদিন ভাগ্যবিধাতা সন্তানের ভাগ্য লিখে দিয়ে যান।

জন্মের পর শিশু ঘন ঘন খেতে চাইলে তার অল্প সময়ের মধ্যে অসুখ হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

গর্ভবতী মহিলা মিরকা মাছ খায় না। খেলে সন্তানের মৃগি রোগ হয় বলে বিশ্বাস করে।

সন্তান জন্মগ্রহণের পর গর্ভপুষ্প পড়ার অব্যবহিত পরেই যদি উল্টিয়ে দেওয়া হয় তবে আর সন্তান হবে না বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা আঁতুড় ঘরে শিশুর জন্মের সময় নাড়ি না কাটা পর্যন্ত পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান বলে না। এতে বিশ্বাস সন্তানের শারীরিক ক্ষতি হয়।

জন্মের দিনে নখ ও চুল কাটে না। কাটলে ক্ষতি হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

শিশু গর্ভে থাকাকালীন ইচ্ছে মতো খাবার খেতে হয় নইলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে সন্তানের মুখ দিয়ে লালা পড়ে।

ধিমাল সমাজে বিবাহকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

ধিমালদের মধ্যে জন্মকে কেন্দ্র করে যেমন অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উদ্ভব হয়েছে তেমনি আবার বিবাহকে কেন্দ্র করেও বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের উদ্ভব হয়েছে। যেগুলির পরিচয় নিচে তুলে ধরা হল—

ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে যে একই গোত্রে বিবাহ হলে সংসার সুখের হয় না। তবে এর পেছনে আমরা লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের আলোকে জানতে পারি যে প্রাচীন কালে রক্ত সম্বন্ধযুক্ত নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ এড়ানোর জন্যই প্রাচীনকালে এই রীতি চালু হয়।

ধিমালরা বিবাহে কালো পোশাক পড়ে না। কালো পোশাক পড়লে বিবাহের পরে দুঃখের কালো ছায়া নেমে আসে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে। এটা আসলে সাদৃশ্যমূলক যাদুবিশ্বাস।

অবিবাহিত ছেলে অথবা মেয়ের গায়ে কিংবা পাশে প্রজাপতি উড়ে এলে সেই ছেলে অথবা মেয়ের শ্রীঘ্রই বিবাহ হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও চৈত্র এই কয়টি মাসে ধিমালের মধ্যে বিবাহ নিষেধ। তাদের বিশ্বাস এই সমস্ত মাসে বিবাহ হলে তাদের সন্তান হয় না।

অবিবাহিতা মেয়ের গায়ে কূলোর হাওয়া লাগলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে তার বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হবে। আর অবিবাহিত ছেলের গায়ে কুলোর হাওয়া লাগলে বিশ্বাস করা হয় ছেলেটি বয়স্কা কন্যা পাবে।

ধিমাল সমাজে ছেলে অথবা মেয়ের জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ। এতে তারা বিশ্বাস করে ছেলে কিংবা মেয়ের আয়ু ক্ষয় হয়।

ধিমাল সমাজে বিবাহ ঠিক করতে যাওয়ার সময় পাত্রের পিতাকে সঙ্গে করে নারকেল, 'গোরা' (ঘরে তৈরি মদ), ও পান-সুপারি নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই পান-সুপারি নারকেলের কোন একটি যদি রাস্তায় পড়ে যায় তবে তারা বিশ্বাস করে সে সম্বন্ধ আর পাকা হবে না।

ধিমাল সমাজে বরযাত্রীরা যাত্রাকালে যদি টেকো কাউকে দেখে তাহলে তাদের যাত্রা শুভ হয় না বলে বিশ্বাস করে।

ধিমাল সমাজের বরযাত্রীরা যাত্রাকালে যদি কাউকে দই-এর ভাঁড় নিয়ে যেতে দেখে তাহলে যাত্রা শুভ হয় বলে বিশ্বাস করে।

বিবাহের দিনে পাত্র ও পাত্রী উভয়ে ভালো খাবার খেলে তাদের বিশ্বাস তারা দু'জনে সারাজীবনই এভাবে মিলেমিশে সুখে স্বাচ্ছন্দে খেতে পারবেন।

বিবাহ ঠিক হবার পরে এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হওয়ার আগে যদি পাত্র কিংবা পাত্রীর বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস করে সে বিবাহ সুখের হবে না।

ধিমালদের মধ্যে শ্বশুর বাড়িতে এসে নববধূ যখন সবার হাতে ইউ (ঘরে তৈরি মদ) তুলে দেয় তখন কোন কারণে তা মাটিতে পড়ে গেলে ধিমাল সমাজের লোকেরা বিশ্বাস তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে না।

ধিমাল সমাজে বিবাহের সময় মণ্ডপের কলাগাছ ভাঙলে অমঙ্গল হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

বন্ধ্যা নারীরা ধিমাল সমাজে বিবাহের কোন সরঞ্জাম স্পর্শ করতে পারে না। করলে তাদের বিশ্বাস নব-দম্পতি কোন সন্তান লাভ করতে পারবে না।

ধিমালরা বিবাহে জোড় সংখ্যাকে অশুভ এবং বিজোড় সংখ্যাকে শুভ বলে মনে করে। সংখ্যার প্রতি যাদু বিশ্বাস এগুলি।

বাঙালি সমাজে বিবাহকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যেও বিবাহকে কেন্দ্র করে অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন —

অবিবাহিত কোন ছেলে কিংবা মেয়ের গায়ে যদি কোন প্রজাপতি এসে বসে তবে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে তাদের বিবাহ আসন্ন।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে জন্মবারে বিবাহ নিষেধ। কারণ উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে জন্মদিনে বিবাহ করলে স্বামী স্ত্রীর আয়ু দীর্ঘজীবী হয় না। তাদের এ বিয়ে সুখের হয় না।

ছাদনা তলায় কলাগাছ ভেঙে গেলে সে বিয়ে শুভ হয় না বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিবাহের সময় কালো কাপড় পড়ে না। তাদের বিশ্বাস কালো জিনিস পড়লে তাদের জীবন সুখের হয় না।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা গায়ে হলুদের কাপড় খুব সাবধানে রেখে দেয়। এতে তাদের বিশ্বাস কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়ে গেলে কাপড়ের সাহায্যে তাদের বিবাহ জীবনকে ক্ষতি করতে পারে। এখানে সংস্পর্শমূলক বিশ্বাসের প্রভাব লক্ষিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বড় পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেয় না উত্তরবঙ্গের বাঙালির। এতে তাদের বিশ্বাস এই বিবাহ সুখের হয় না।

বিবাহে বিজোড় সংখ্যাকে শুভ বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

বাড়িতে নতুন বউ এলে তার মুখে মধু ছোঁয়ানো হয়। এর পেছনে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস এতে তার সঙ্গে শাশুড়ীর সম্পর্ক মিষ্টি হবে।

অবিবাহিত ছেলে ও মেয়ের গায়ে কুলোর হাওয়া লাগলে ছেলের বয়স্ক মেয়ের সাথে বিয়ে হবে। আর মেয়ের ও বয়স্ক ছেলের সাথে বিয়ে হবে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা নরগণ ও রাক্ষস গন পাত্র-পাত্রীর বিবাহ দেয় না। এতে তাদে বিশ্বাস বিবাহ দিলে যে নরগণ সে মারা যায়।

বিবাহ ঠিক হওয়ার সাত দিনের মধ্যে যদি পাত্র কিংবা পাত্রীর বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস যে বিবাহ সুখের হবে না।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, চৈত্র এই মাস গুলিতে বিবাহ হয় না উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে। ফলে তাদের সন্তান হবে না বলে বিশ্বাস করে থাকে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

বিবাহে কালো জিনিস উপহার দেয় না। এতে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে যে কালো জিনিস দিলে নবদম্পতির জীবনে কোনদিন সুখের হবে না।

বিবাহের পরদিন কালরাত্রি এই দিনে নবদম্পতি পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখে না। দেখলে তাদের মৃত্যু হতে পারে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

অপরিচিত কেউ বাড়িতে এলে তাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও বসতে দিতে হয় নাহলে বাড়িতে বিবাহ যোগ্যা কন্যা থাকলে তার বিবাহ হতে দেরি হয় বলে বিশ্বাস করে।

বিবাহের দিন পাত্র-পাত্রীকে মিথ্যে কথা বলতে নেই। বললে পাত্র-পাত্রীর মনে আজীবন সন্দেহ প্রবণতা থাকে বলে বিশ্বাস করে।

বিবাহের সময় ছাঁদনা তলায় কোন ঋতুমতী নারীর থাকতে নেই। থাকলে নবদম্পতির জীবনে অশান্তি দেখা দেয় বলে বিশ্বাস করে।

বিবাহের দিন কন্যের মা উপোস থাকলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে কন্যার সুখ বাড়ে। অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতে কন্যার ভাতের অভাব হবে না।

নববধূর আসার পর শ্বশুর বাড়িতে দুধ উথলে পড়লে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে যে সংসারের মঙ্গল হবে।

ঘরের চালে বা বাড়ির গাছে চিল বসলে বিয়ে তারাতাড়ি হবে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

মেয়েরা পায়ে দাঁড়িয়ে খেতে বসলে তাদের দূরে বিয়ে হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বিশ্বাস আছে।

বিবাহ যাত্রা কালে পূর্ণ ঘট দেখলে মঙ্গল বা শুভ হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

শুভদৃষ্টির সময় কেউ চালের বাতা ধরে না। ধরলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকে না।

বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের খুঁটি বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে নেই বসলে নবদম্পতীর জীবন সুখের হয় না বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

বিবাহ যোগ্যা মেয়ে খাবার অর্ধেক খেয়ে উঠে গেলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে যে তার বিবাহ দূরে হবে।

ছাদনা তলায় প্রদীপের বুক পুড়লে অমঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

সিঁদুর দানকালীন কৌটা হাত থেকে পরে গেলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে পাত্রী শীঘ্রই স্বামী হারা হবে।

বিয়ের দিন বর ও কনে উপোস থাকলে জীবনে সুখ আসে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

নববধূর কাপড়ে আগুন লাগল উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে তার বিবাহিত জীবনে কোন দিন সুখ আসবে না।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিয়ের যেকোন আচারে বিধবারা অংশগ্রহণ করে না। অংশগ্রহণ করলে নববধূর জীবনে বৈধব্য নেমে আসতে পারে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা। তাছাড়া বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সন্তান উৎপাদন করা তাই সন্তান উৎপাদনে অক্ষম মহিলাদের ছোয়ায় সন্তান নাও হতে পারে বলে বিশ্বাস আছে। এটা আসলে সংস্পর্শমূলক যাদুবিশ্বাস।

ধিমাল সমাজে মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনার মধ্যে মৃত্যু হল একটি। মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুকে এড়ানোর ক্ষমতা কারোরই নেই। তা সত্ত্বেও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মানুষের কৌতুহলের যেমন শেষ নেই তেমনি আবার মৃত্যুকে ঘিরে মানুষের অনিশ্চয়তারও শেষ নেই। তাই মৃত্যুকে ঘিরে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক জাতি-জনজাতির মধ্যেই কিছু না কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার জড়িয়ে রয়েছে। ধিমাল জনজাতিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই ধিমালদের মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও একাধিক বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় যা নীচে আলোচনা করা হল—

ধিমালরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। তাই মৃত্যুর পরে মৃতের মাথার পাশে তারা অর্ধসেদ্ধ ডিম ভাজা, জল ও কপালে পয়সা রেখে দেয়— এগুলি দেওয়ার পেছনে তাদের বিশ্বাস হল যে মৃত্যুর পরেও এগুলির সাহায্যে মৃতব্যক্তি যাতে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারবে।

মৃত্যুর পরে মৃত দেহকে উত্তরে মাথা রেখে শোয়ানোর পেছনে ধিমালদের বিশ্বাস এতে মৃত ব্যক্তির আত্মার সহজে মুক্তি ঘটে।

ধিমালরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ না করা পর্যন্ত কেউ না কেউ স্পর্শ করে থাকে— এতে তাদের বিশ্বাস স্পর্শ করে থাকলে অপশক্তি আক্রমণ করতে পারে না।

ধিমালরা বিশ্বাস করে মৃতের শরীরে যদি বিড়াল কিংবা কুকুর স্পর্শ করে তাহলে মৃতের শরীর 'আটটিযাণী' হয় অর্থাৎ পা মাথার দিকে চলে যায় এবং মাথা পায়ের দিকে চলে আসে।

ধিমাল সমাজে শনি কিংবা মঙ্গলবারে কারো মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি হয় না বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

তাই এই দোষ কাটাতে তারা সমাধির ওপরে কলাগাছ লাগিয়ে দেয়। এতে তাদের বিশ্বাস দোষ কেটে যায়।

ধিমাল সমাজে শব শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ফুল ও খই ছিটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়— এতে তাদের বিশ্বাস মৃত্যুর পরেও তার চলার পথ সুন্দর ও আরামদায়ক হবে।

ধিমালরা মৃতের ব্যবহৃত সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস মৃতের ব্যবহৃত জিনিসপত্র থাকলে সেগুলির টানে আবার মৃতের আত্মা ফিরে আসবে বাড়িতে।

শব সমাধিস্থ করার পর মৃতের সন্তানের গলায় লোহার চাবি ঝুলিয়ে রাখে— এতে ধিমালদের বিশ্বাস তাহলে আর অশুভ শক্তি বা আত্মা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এতে লোহার প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাস জাড়িয়ে রয়েছে।

মৃতদেহ সৎকারের পর শ্মশানযাত্রীরা বাড়িতে এসে আগুন লোহা স্পর্শ করে তেতো পাটপাতা মুখে দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। এতে ধিমালদের বিশ্বাস আর অশুভ শক্তি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

ধিমাল সমাজে লোকবিশ্বাস আছে যে কোন ব্যক্তি যদি তার কামনা-বাসনা অপূর্ণ রেখে মারা যায় তবে তার আত্মার মুক্তি ঘটে না।

বাঙালি সমাজে মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

জন্ম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে যেমন উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে নানা লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে বেশ কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন -

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে যে কেউ যদি তার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখে মারা যায় তবে তার আত্মার মুক্তি ঘটে না।

শনি-মঙ্গলবার কারো মৃত্যু হলে আত্মার নরকে স্থান হয় বলে বিশ্বাস করে। তবে কলার মোচা দিলেই দোষ কেটে যায় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

মৃতদেহ সৎকার করে ফিরে এসে সরাসরি তারা ঘরে প্রবেশ করে না, তাদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসতে পারে।

শ্মশান ঘাট থেকে ফিরে আগুনে স্পর্শ, তুলসীপাতার জল নেওয়ার পেছনে তারা বিশ্বাস করে যে অশুভ শক্তি তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

অগ্নিদাতা শ্মশান থেকে এসে গলায় একটি লোহার চাবি ঝুলিয়ে রাখে এতে তাদের বিশ্বাস অশুভ আত্মা তাকে আর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

বাড়িতে কারো মৃত্যু হলে ঘরে থাকা পুরোনো মাটির হাঁড়ি কলসি ভেঙ্গে ফেলে দেয়। কারণ উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে হাঁড়ি কিংবা কলসির মধ্যে আত্মা বদ্ধ হয়ে থাকলে তা মুক্তি পাবে না। আর বাড়ির অনিষ্ট করবে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে অস্থি গঙ্গা জলে বিসর্জন না দিলে আত্মার শান্তি হয় না।

মৃত্যুস্থানে রাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। কারণ উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে ত্বৃত্যুর পর আত্মা কোন ক্ষতি করতে পারে।

কোন ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখে তাদের বিশ্বাস জানালা দরজা খুলে রাখলে মৃতের আত্মা সহজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

মৃতদেহ সৎকারের পর বাড়ি ফেরার সময় পেছন দিকে ফিরে তাকাতে নেই। বিশ্বাস তাকালে অশুভ আত্মা তাকে ক্ষতি করতে পারে।

অশৌচ অবস্থায় মুখাগ্নিকারী ব্যক্তি একা বাড়ির বাইরে যায় না। এতে বিশ্বাস অশুভ আত্মার দ্বারা ক্ষতি হয়।

ধিমাল সমাজের অন্যান্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার :

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু ছাড়াও ধিমাল লোক সমাজে অন্যান্য অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। যেগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

কোন বীজ কিংবা চাল বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে হাটের থেকে একমুঠো বাঁচিয়ে এনে যদি বাড়ির মুরগী কিংবা হাঁসকে দেয় তাহলে বাড়ির কল্যাণ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

গরু কিংবা হাঁস মুরগি রাখার স্থানে মৌচাক রাখলে গরু কিংবা হাঁস মুরগির কোন রোগ ব্যাধি হয় না বলে বিশ্বাস করে।

হাঁস মুরগির পাখনা কিংবা বিষ্ঠা যদি রাস্তায় ফেলে দেয় আর এতে যদি কোন লোক গালাগাল দেয় তবে ধিমালদের সংসারের উন্নতি হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

হাটের থেকে যদি জালের সুতা চুরি করে এনে কেউ জাল তৈরি করে তাদের বিশ্বাস সেই জালে অন্যান্য সাধারণ জালের থেকে অনেক বেশি মাছ ধরা পড়ে।

বাড়ির রসুনের খোসা যদি কেউ রাস্তায় রেখে দেয় আর তা দেখে কেউ গালাগাল দিলে সংসারের কল্যাণ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

কোন কিছু বিক্রি করতে নিয়ে যাওয়ার সময় কুলগাছের পাতা নিলে তাদের বিশ্বাস সহজেই তা বিক্রি হয়ে যাবে।

কোন পাখির মাথা গোয়ালে রাখলে তাদের বিশ্বাস গরুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

মরা জীবজন্তুর মাথা বাগানে উল্টো করে রেখে দিলে ফসল ভালো হয়। এখানে প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে।

ধিমাল মহিলা চুলে থুথু না দিয়ে ফেলে না। তাদের বিশ্বাস চুলে থুথু না দিয়ে ফেললে তা

নিয়ে কেউ তার ক্ষতি সাধন করতে পারে। এখানে ধিমালদের মধ্যে একদিকে প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় আবার আর একদিকে সংস্পর্শমূলক যাদু ভাবনা।

ধিমালরা অনেক সময়ই মাংস খাওয়ার পর তার হাড় চালের উপর রেখে দেয়। এতে তাদের বিশ্বাস মুরগির বাচ্চা হারায় না।

ভাত রান্না করার সময় একমুঠো চাল আলাদা করে রেখে দিলে সংসারের কল্যাণ হয়।

প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে ধিমালরা লাঙল উঠানের মাঝে উল্টো করে রাখে। এতে তাদের বিশ্বাস বৃষ্টি কমে যায়। এখানে একদিকে রয়েছে প্রতিরোধমূলক যাদুবিশ্বাস আবার অন্যদিকে যৌন অনুষঙ্গ।

শেয়ালের ডাক যদি হুয়া হুয়া প্রলম্বিত হয় তবে গ্রামে মহামারী হতে পারে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে। আর হুক্কা হুয়া হলে তা ধিমালরা শুভ কিছু হবে বলে বিশ্বাস করে।

কোনও বাড়িতে যদি কেউ অসুস্থ থাকে আর এই সময় শেয়াল বা কুকুর কান্না করলে তার মৃত্যু আসন্ন বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

বনবিড়াল ডাকতে ডাকতে চলে গেলে বাড়ির কেউ অসুস্থ হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

বিড়াল ম্যাউ ম্যাউ ডাক ডেকে বাড়িতে ঢুকলে বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে বলে বিশ্বাস করে।

কেউ যদি বিড়াল মারে তবে তার হাত কাঁপে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

হাতির পায়ের চিহ্নে ধিমালরা পা দেয় না। তাদের বিশ্বাস পা দিলে অসুস্থ হয়ে যাবে কিংবা পা পচে যাবে।

বাড়িতে এসে বাঘ শেয়াল, ছাগল কিংবা অন্যান্য প্রাণী খেলে ধিমালরা বিশ্বাস করে এই জন্তুরা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছে। আর গ্রামের কোনও ছেলে কিংবা মেয়ে কোনও খারাপ কিছু করেছে।

একটি কাক দেখা অশুভ মনে করে ধিমালরা।

শুকনো ডালে কাক বসাকে অশুভ মনে করে ধিমালরা। তবে সবুজ ডালে কাক দেখলে শুভ মনে করে।

পায়ের তালু চুলকালে পরদেশে যাত্রা হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

কান চুলকালে খবর পাবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

ধিমালরা বিশ্বাস করে অসুস্থ মানুষ কথা বলতে বলতে হাই তুললে মারা যায়।

হাঁচি এলে ধিমালরা বিশ্বাস করে অসুস্থতা ভালো হয়।

ছেলেদের বাঁ চোখ কাঁপলে খারাপ আর মেয়েদের ডান চোখ কাঁপলে অশুভ কিছু হয় বলে বিশ্বাস করে।

কোঁকড়ানো চুল থাকা ছেলেদের ভালো আর মেয়েদের খারাপ বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

ঘু ঘু পাখি বাড়ির চালের উপর বসলে ধিমালরা বিশ্বাস করে বাড়িতে কারো অসুখ হবে। আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করে বাড়িতে পিতৃপুরুষ এসেছে।

জলের পাশে আকাশে রামধনু দেখলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে কোনও ভালো লোক মারা গেছে বা যাবে।

জোড়া শালিক দেখাকে ধিমালরা শুভ বলে মনে করে।

দাঁতের গোড়া বা ঠোঁট শিরশির করলে মাংস খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

তিল ছেলেদের বাঁ দিকে থাকলে ভালো আর ডান দিকে থাকলে খারাপ। আর মেয়েদের এর উল্টো বলে বিশ্বাস করে।

শরীরে বেশি তিল থাকলে রাগ বেশি হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

চুলের চক্র পেছনের দিকে থাকলে সে অলস হয় আর সামনের দিকে থাকলে রাগী হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

চুলের চক্র দুটি থাকলে দুইবার বিবাহ হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

পাঁচটার বেশি আঙুল থাকা ছেলেদের শুভ। আর মেয়েদের পাঁচটার বেশি আঙুল থাকা অশুভ বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

কান চুলকালে কোনও খবর আসবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

কপাল হঠাৎ ওঠা-নামা করলে শুভ কিছু ঘটবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

মেয়েদের চোখ সাদা ঘোলাটে হলে অলক্ষুণে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

যাত্রাকালে গোসাপ, খালি কলসি দেখা অশুভ বলে ধিমালরা মনে করে।

যাত্রাকালে কামার, কর্মকার, দুধ বা দই বিক্রেতাদের দেখা শুভ।

যাত্রাকালে বিড়াল রাস্তা কাটলে ধিমালরা বিশ্বাস করে সাপে কাটবে।

পায়ে কোনও কিছুর সঙ্গে হোঁচট লাগলে ধিমালরা কেউ স্মরণ করছে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

বুধবার নতুন ঘর তৈরি করলে কল্যাণ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

দা ব্যবহারের আগে পাথরে ঘষে নেওয়ার পেছনে ধিমালদের বিশ্বাস তাতে দা থেকে মানুষের কোনও ক্ষতি হবে না।

মুরগি খুব জোরে জোরে ডাকলে, দরজায় হাওয়া লেগে জোরে জোরে শব্দ করলে কিংবা আগুনে ফুরফুর করে ফোটার শব্দ হলে আত্মীয় আগমন ঘটবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

পিঁপড়ে মুখে করে ডিম নিয়ে সারিবদ্ধভাবে উঁচু কোথাও উঠতে থাকলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে বৃষ্টি হবে।

নদী-বিল কিংবা কোনও জলাশয় থেকে জল তোলার সময় যদি মাছ উঠে আসে তবে ধিমালরা বিশ্বাস করে কোনও বিখ্যাত মানুষের ক্ষতি হবে।

বিধবাদের হাতের লাঠি পড়ে যাওয়া দেখলে যাত্রা অশুভ হয় বলে বিশ্বাস করে।

ধিমালরা স্বপ্নে আগুন দেখলে কারও সঙ্গে ঝগড়া হবে বলে বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে জল বা বন্যা দেখলে নতুন অতিথি আসবে কিংবা কোনও মহিলা গর্ভবতী হবে।

স্বপ্নে কলার কাঁধি পড়ে গেলে মানুষ মরবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে বাজ পড়া দেখলে ছেলে মরবে। আর কাঁঠাল গাছ পড়া দেখলে মেয়ে মরবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে কলাগাছ হেলে যাওয়া দেখলে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ গাছ লাগানো দেখলে অর্থবান হবে।

স্বপ্নে চাল থেকে ফুল কিংবা ফল পড়া দেখলে পরিবারের কিংবা পার্শ্ববর্তী কোনও গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে সাদা ফুল দেখলে ছেলে হয়। আর লাল ফুল দেখলে মেয়ে। অন্যান্য যেকোনও ফুল দেখলে কোনও মহিলার গর্ভবতী হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

যদি স্বপ্নে চুল গোঁজা দেখে কোন পুরুষ কিংবা মহিলা তবে তারা বিশ্বাস করে যে বাড়ির কিংবা প্রতিবেশী কোন মহিলা গর্ভবতী হয়েছে।

ধিমালরা স্বপ্নে বুনো মহিষ, ঘোড়া দেখলে বিশ্বাস করে যে কোনও বড় ধরনের ক্ষতি বা অনিষ্ট হবে।

স্বপ্নে গরু ও হাতি দেখলে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে তারা লাভবান হবে।

বাঘ কিংবা সিংহ স্বপ্নে দেখলে ধিমালরা বিশ্বাস কের যে তাদের প্রতি কালী অসন্তুষ্ট আছে।

স্বপ্নে সাপ কামড়ালে ধিমালরা বিশ্বাস করে যে পা ফুলে যাবে।

স্বপ্নে হাঁস, মুরগি কিংবা ডিম দেখলে কেউ তারে বাণ মেরেছে বলে বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে দুধ কিংবা দই খাওয়া দেখলে সংসারের আর্থিক উন্নতি হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে মাছ দেখলে তারা বিশ্বাস করে যে সর্দিকাশি হবে।

স্বপ্নে সাদা কাপড় পড়া মানুষ দেখলে কিংবা মাঝিকে দেখলে কারও মৃত্যু হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

ধিমালরা স্বপ্নে যদি মরা মানুষ দেখে তবে তাদের বিশ্বাস হয় মাংস খেতে পারে।

স্বপ্নে বাড়ির কোনও চাল ভেঙে যাওয়া দেখলে বাড়িতে ঝগড়া হবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে কারও দাঁত পড়া দেখলে মানুষ মারা যাবে। ছোট দাঁত পড়া দেখলে কম বয়সের কেউ আর বড় দাঁত পড়া দেখলে কোনও বয়স্ক লোক মারা যাবে বলে বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে লাঙল দেখলে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক হবে বলে বিশ্বাস করে।

স্বপ্নে হাসলে বাস্তবে তাকে কাঁদতে হবে আর কাঁদলে হাসতে পারবে বলে ধিমালদের মধ্যে লোকবিশ্বাস আছে।

স্বপ্নে পায়খানা দেখলে ধিমালরা বিশ্বাস কের যে কোনও বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে।

স্বপ্নে ভালো জল দেখলে স্বাস্থ্য ভালো হবে। আর খারাপ জল দেখলে স্বাস্থ্য খারাপ হবে বলে ধিমালদের মধ্যে লোকবিশ্বাস রয়েছে।

স্বপ্নে খারাপ দেখলে ভালো হয়। আর ভালো দেখলে খারাপ হয় বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

একই পাত্রে ধিমালরা ভাত ও সব্জী রান্না করে না। তাদের বিশ্বাস রান্না করলে ছেলে ও মেয়ে কালো হবে।

ঝাড়ু দিয়ে কাউকে মারে না। মারলে সে রুগ্ন হয়ে যাবে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

বাঙালি সমাজে অন্যান্য লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার ঃ

উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যেমন কিছু লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অন্যান্য বিষয়কে কেন্দ্র করেও অজস্র লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারও গড়ে উঠেছে। যেমন -

যাত্রাকালে পেছন থেকে ডাকলে কার্য সফল হয় না বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস।

যাত্রাপথে মাকড়সা, কচ্ছপ, গোসাপ দেখা অশুভ বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

শূণ্য কলসী দেখে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

শুকনো ডালে কাক ডাকা দেখে যাত্রা করলে সফল হয় না বলে বিশ্বাস করে।

মাকুন্দ, তিন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে দেখে যাত্রা করলে যাত্রা সার্থক হয় না বলে বিশ্বাস আছে।

যাত্রাকালে টিকটিকির হাচি শুনলে যাত্রায় বাঁধা পড়ে বলে বিশ্বাস আছে।

খেতে বসে জীভে কামড় লাগলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে কেউ তার নাম মনে করছে।

সধবা এলোচুলে খেতে বসলে স্বামী পাগল হয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা দুধের সঙ্গে লবণ খায় না। তারা বিশ্বাস করে একসঙ্গে এই দুটি খেলে গোমাংস খাওয়া হয়।

দুধ ও মাছ মাংস একসঙ্গে খায় না। এতে তাদের বিশ্বাস অমঙ্গল হয়।

সন্তানের জন্মবারে মা পোড়া খায় না। খেলে সন্তানের ক্ষতি হয় বলে বিশ্বাস করে।

ভাত খেতে বসে ভাত ছড়ালে অশুভ হয় বলে বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

বিড়াল পা চাটলে কিংবা মাথা চুলকালে আত্মীয় আসবে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

রাতে কুকুর কাঁদলে গ্রামে অমঙ্গল বা মহামারী হয় বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

ব্যাঙ ডাকলে বর্ষা আসন্ন বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

রাতে সাপ, বলে ডাকলে সত্যি সত্যি সাপের আবির্ভাব হতে পারে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

রাত্রিতে আয়নায় মুখ দেখে না দেখলে অমঙ্গল হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে। তাছাড়া ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলেও অমঙ্গল হয় বিশ্বাস আছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মিথ্যা কথা বলতে নেই। বললে মুখ পঁচে যায় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

যে বছর গাছে বেশি তেঁতুল হয় সেবছর বন্যা আর যেবছর আম বেশি সেইবছর ঝড় বেশি হবে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা ।

ঘরে প্রজাপতি এলে গৃহে অর্থের উন্নতি হয় বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

বৃষ্টির সময় পুত্র-সন্তানের জননী বাটি উঁপুর করে উঠানে রেখে দিলে বৃষ্টি কমে যায় বলে বিশ্বাস করে।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে স্বপ্নে নিজের ভালো দেখলে অন্যের ভালো হয়। আর স্বপ্নে অন্যের ভালো দেখলে নিজের ভালো হয়।

উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা রাতে শিঙ্গা বাজায় না। বিশ্বাস শিঙ্গা বাজালে পোকা দিয়ে ঘরে সাপ এসে যেতে পারে।

দিনে শেয়াল রাতে গাই ডাকলে মহামারী হবে বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

ফসলের জমিতে কাকতাড়ুয়া লাগলে ফসল কেউ নষ্ট করতে পারে না বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে। এটি আসলে প্রতিনিধি মূলক বিশ্বাস।

কোন কথা বলার সময় টিকটিকির ডাককে সমর্থক সূচক বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

শাড়ির আঁচল গায়ে লাগলে সন্তানের অসুখ হয় বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা বিশ্বাস করে।

জোড়া শালিক দেখা গেলে শুভ বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

বাবার মতো কন্যার মুখ আর ময়ের মতো পুত্রের মুখ হলে কল্যান হয় বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

পুরুষের বাম চোখ নাচা মন্দ ডান চোক নাচা ভালো। মেয়ের টিক উল্টো বলে বিশ্বাস করে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মাকুন্দ আটকুড়ে ও সুদখোর ব্যক্তি দেখলে দিন ভালো যায় না বলে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের বিশ্বাস।

স্বপ্নে সাপ দেখলে বংশের বাড়-বাড়ন্ত হয় বলে বিশ্বাস আছে উত্তরবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে।

ঘরের মধ্যে প্রজাপতি এলে অর্থাগম হয় বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

হাত থেকে বাসন কোষন পড়ে গেলে অতিথির আগমন হবে বলে বিশ্বাস করে উত্তরবঙ্গের বাঙালিরা।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। 'লোক-বিশ্বাস ও লোকসংস্কার' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ: ৬।

২। ইসলাম, ডক্টর মযহারুল। 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন' অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১২, পৃ : ৩৬৫।

উপরিউক্ত তথ্যসূত্র ছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের বিষয় অনুসারে তাদের পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

■ **জন্মকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. রইঞ্চা মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- দ্বিতীয় শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৭.০৫.২০১২।

৩. দীপক মল্লিক, বয়স- ১৯, গ্রাম-মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- স্নাতক প্রথমবর্ষে পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৪।

৪. সটমেন মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৫. তিনিয়া মল্লিক, বয়স- ৩৮, গ্রাম- সদামল্লিক জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১০.০২.২০১৫।

৬. হেমন্ত মল্লিক, বয়স- ৫৮, গ্রাম- ছাট জমিদারগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.০৫.২০১৪।

৭. অবিরল মল্লিক, বয়স -২০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- স্নাতক পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৮. হরদেব মল্লিক, বয়স- ৩০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- সপ্তম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

■ **বিবাহকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. রতন মল্লিক, বয়স- ৪৭, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৩. কিষ্ট মল্লিক, বয়স- ৬৫, গ্রাম- শিউবর জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৩.০৭.২০১২।

৪. বুধাই মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৩.০৫.২০১৪।

৫. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৬. বিকাশ মল্লিক, বয়স- ৬২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৭. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৮. ববিতা মল্লিক, বয়স- ২৬, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষকা, শিক্ষা- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, সংগ্রহের তারিখ- ১৪.১০.২০১৪।

■ **মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. দুর্জন মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

৩. মালবর মল্লিক, বয়স- ৫৫, গ্রাম- সুরজবর জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- সপ্তম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১২.২০১৩।

৪. রতন মল্লিক, বয়স- ৪৭, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৫. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৬. সাতানু মল্লিক, বয়স- ৬৪, গ্রাম- ঝাপু জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১০.২০১৪।